স্বজন

২০২৩

৮ম সংখ্যা

Principal
Purbasthali College

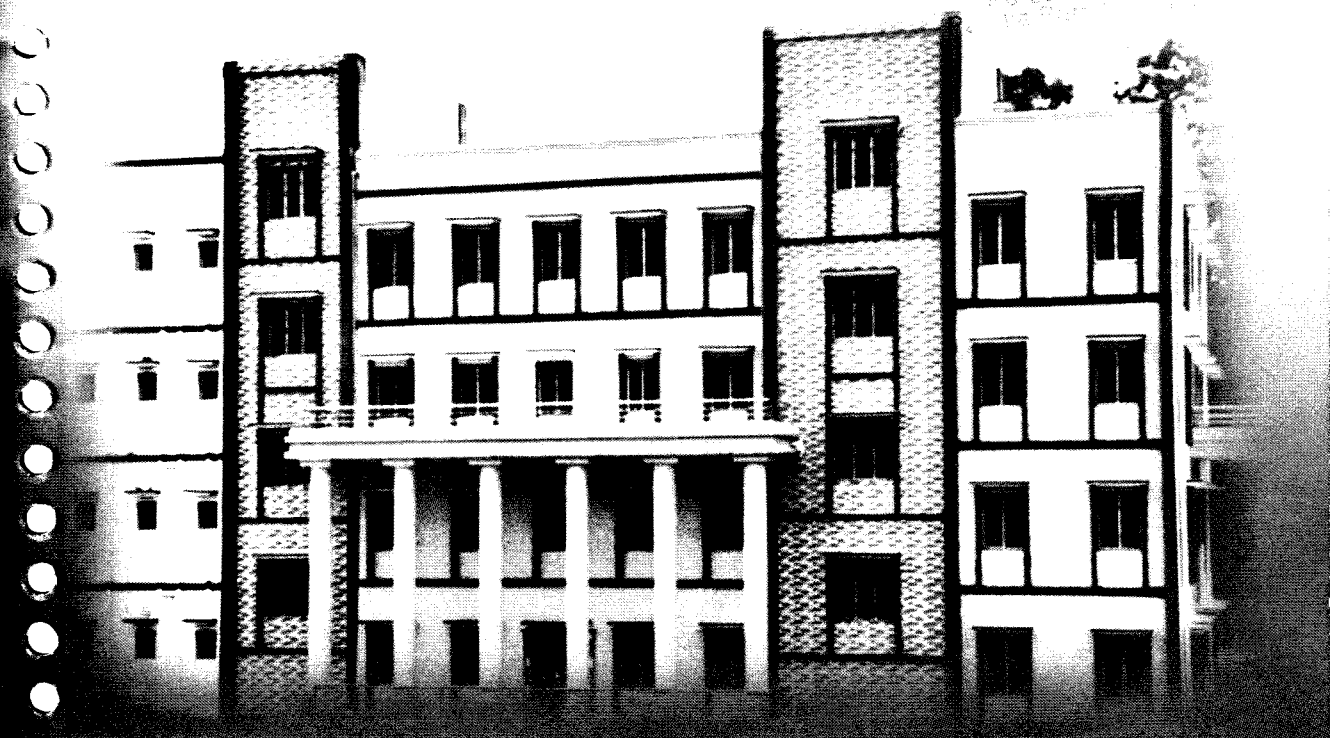

পূর্বস্থলী কলেজ ছাত্রছাত্রী সংসদ — ২০২৩

বিশ্বায়নে [illegible] মানব সভ্যতা এখন হাঁসফাঁস করে উঠেছে [illegible] আপন [illegible]। বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে [illegible] ও তার চিরাচরিত [illegible] পরিত্যাগ করে রক্ত মুক্ত কঠিন কঠোর [illegible] নিজেকেই আড়াল করে ফেলেছে।

আমাদের [illegible] কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদকীয় কলম লিখতে বসে [illegible] জগতে [illegible] বিবর্তনের [illegible] আনতে হয়। [illegible] দাস, থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ [illegible] আজকের জয় গোস্বামী, [illegible] ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় [illegible] এঁদের অনবদ্য সৃষ্টি [illegible]।

আজকের [illegible] অবিশেষ নেই অবিহিত করা হোক না [illegible] সংস্কৃতিতে যে [illegible] এককথা একেবারেই ফেলা যাবে না। [illegible] এজন্য [illegible] মানব জীবন এবং অধুনা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে [illegible] আমি [illegible] কলেজের অধ্যক্ষ, সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রী সকলেই [illegible] সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ক্ষুদ্র হলেও এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হল। [illegible] ত্রুটি সংশোধন করে আগামীতে সুন্দর পৃথিবী [illegible] অধিকার নিয়ে চলাফেরা করতে উদ্বুদ্ধ হই।

আপনাদের [illegible] ও সহযোগিতা [illegible] কবি সুকান্তর [illegible] নিলাম।

[illegible] পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য
করে যাব আমি
[illegible] কাছে এ [illegible]
[illegible]

পত্রিকা সম্পাদিকা
সুনন্দা মণ্ডল

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

	-ঃঃ পৃষ্ঠা নং ঃঃ-
◉ অধ্যক্ষের কলম	১
◉ নতুন বছর	২
◉ একলা	৩
◉ বর্ষাকাল	৪
◉ এসো বসন্তে	৫
◉ হারানো স্মৃতি	৬
◉ কলেজের ছেলের দল	৭
◉ প্রকাশ	৮
◉ স্বপ্ন	৯-১০
◉ প্রকৃতি	১১
◉ বিদায় বেলা	১২-১৩
◉ ব্যাস্ততা	১৪
◉ মা	১৫
◉ তুমিই সুখী	১৬
◉ মা বাবা	১৭
◉ অলসতা	১৮
◉ হাসিখুশি	১৯-২০
◉ ভালোবাসি	২১
◉ ছেলেবেলা	২২
◉ অস্তিত্ব	২৩-২৪
◉ হালিশহরের 'চৈতন্যডোবা' ইতিহাস এবং লেকসংস্কৃতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ	২৫-২৭
◉ পরিনতি	২৮-২৯
◉ ঝড়	৩০-৩৩

অধ্যক্ষের কলম

ভারতের একটি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ 'যোগ বিশিষ্ট' তেঃ জীবিত মানুষের স্বধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"তরবোপিহি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতিমনেযস্যমননেনহিজীবতি।।"

অর্থাৎ তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু-পক্ষী ও জীবন ধারণ করে; কিন্তু সেই প্রকৃত পক্ষো জীবিত যেমনের দ্বারা জীবিত থাকে। যেমন শীলতা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছে তার চর্চা আজ বিরল এবং বিলম্বিত হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বাৎসরিক পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ এবং আলোচনা সভা আমাদের সেই সুযোগ করে দেয়। শিক্ষায় তনিক পরিসরকে বলামাত্র পাঠ্যসূচির মধ্যে সীমায়িত পাঠচর্চাই পূর্ণশিক্ষা নয়। এরই পাশাপাশি দরকার আমাদের নিজেদের মৌলিক ও সৃজনশীল ভাবনা চিন্তার প্রকাশ। কলেজ পত্রিকা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সেই সৃজনশীল মনের আবাদভূমি – যেখানে তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারবে। এই সংখ্যায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের মনের কথা লিখতে পেরেছে – এটাই আমাদের প্রাপ্তি। আত্মপ্রকাশের এই ধারা অব্যাহত থাকুক। নতুন লেখকদের মনন-চিন্তনের 'শতফুল বিকশিত হোক' – এই শুভকামনা রইল।

-------o-------

নতুন বছর

মহম্মদ আজিম সেখ (প্রথম বর্ষ)

এইতো, এক দুইদিন করে কেটে গেল
একটা বছর।
পুরনো সব দিন ভুলে
এলো নতুন বছর।।
নতুন বছর, নতুন পড়া,
অন্যরকম লাগে।
কলেজ খুললে, সব
যেন রঙিন হয়ে থাকে।।
নতুন বছর, সবার, মন,
আনন্দে মেতে ওঠে।
নতুন গাছে, নতুন কুঁড়ি,
নতুন ফুল ফোটে।।
দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা রেখোনা কেউ মনে।
আজ আছি, কাল নেই খুশি
থাকো জীবনে।।

-------o-------

একলা

আসিফ সেখ (প্রথম বর্ষ)

আমার বাড়ি পাঁচটি লোক
কেউ থাকেনা ঘরে।
আমি থাকি একলা বসে,
মন চলে যায় দূরে।
মা, বাবা কেউ পাশে থাকে না
একলা ঘরে রই,
মন চলে যায় খেলার ঘরে
ভালো লাগেনা বই,
আমি ভাবি একলা বসে-
আসবে সেদিন কবে?
সেই আশাতেই বসে থাকি
আমার ইচ্ছা পূরণ হবে।
বাবা, মা আর সবাই মিলে
যাবো ছোট্ট ভ্রমণে-
সেদিন আমি থাকব না আর
মনের ঘরের কোণে।

-------o-------

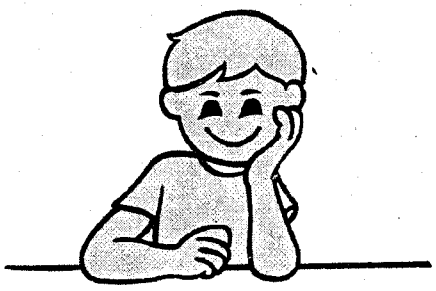

বর্ষাকাল

রাজিব সেখ (প্রথম বর্ষ)

আজ রবিবার ছুটির দিনে
ভাবছি বসে বাদল ক্ষণে
বই খাতা পেন ছড়িয়ে ফেলে
মন ছুটে যায় বাহিরপানে
চুপটি করে বারান্দাতে
ভাবছি আমি বসে বসে
কখন বৃষ্টি আসবে নেমে
ভিজবো আমি গাছের সাথে
করবো মজা হই হুল্লোড়
উঠোনেতে নেমে।
বর্ষা মানেই বৃষ্টি শুধুই ফাঁকি
অবসরের মেলা।

-------o-------

এসো বসন্তে

সম্প্রীতিকা কুণ্ডু (প্রথম সেমিষ্টার)

পলাশ, শিমুল সঙ্গে নিয়ে বসন্তের এই বেলা
মুঠো মুঠো আবিরেতে করবো শুধুই খেলা,
মুখটা তোর শুকনো কেন? কেউ ডাকেনি বুঝি?
শোন তবে বলছি সোজাসুজি-
সকালেতে প্রভাতফেরি বিকালেতে বরণ,
যতই বাধা থাকুক মানিস নে বারণ,
সব রঙেতে রাঙিয়ে দিয়ে যাবার উৎসব-
আয়োজনে মাতবো মোরা বসন্ত উৎসব।।

-------o-------

হারানো স্মৃতি

ডালিয়া খাতুন

প্রেমের স্নিগ্ধ মন,
তোমাকে নিয়ে আজও মরি।
অনেক বেশি ভালোবেসে ছিলাম....
তোমার পিছুটান,
সব কিছু হারিয়ে আজ
আমার অবসান।
হৃদয়ে কাঁপন জাগে,
কি যে ভালো লাগে!
উতলা হই তোমার
প্রেমের অনুরাগে।
তুমি কথা দিয়েছিলে
আমাকে পেতে,
এখন কী হলো সেই
কথায় তাতে?

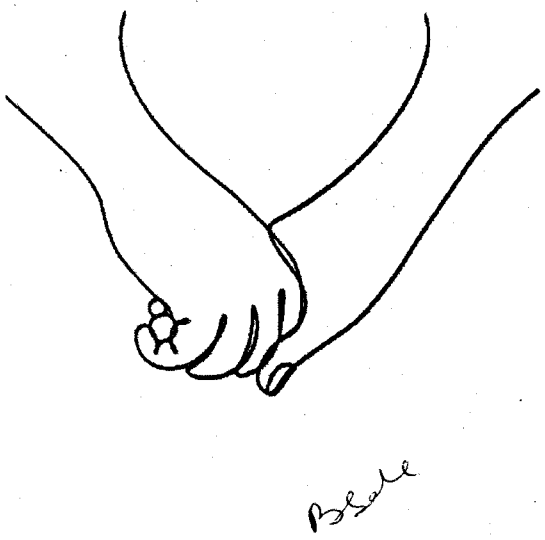

-------o-------

হারানো স্মৃতি

ডালিয়া খাতুন

প্রেমের স্নিগ্ধ মন,
তোমাকে নিয়ে আজও মরি।
অনেক বেশি ভালোবেসে ছিলাম....
তোমার পিছুটান,
সব কিছু হারিয়ে আজ
আমার অবসান।
হৃদয়ে কাঁপন জাগে,
কি যে ভালো লাগে!
উতলা হই তোমার
প্রেমের অনুরাগে।
তুমি কথা দিয়েছিলে
আমাকে পেতে,
এখন কী হলো সেই
কথায় তাতে?

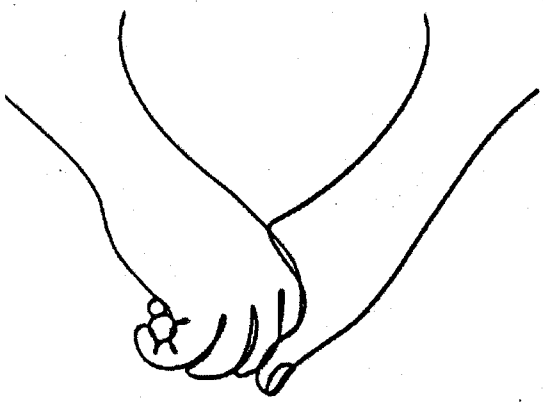

-------o-------

কলেজের ছেলের দল

রামপ্রসাদ হাজরা (তৃতীয় সেমিস্টার, দ্বিতীয় বর্ষ)

আমাদের কলেজে আছে ছেলে কতো
সুযোগ পেলে তারা ভালো ছেলে হতো।।
বদমাইশি করে বেড়াই পড়াশোনা নাই
বদমায়ীসি করে ভাবি যদি কিছু হই।।
কমনরুমে নয়তো গাছের তলায়
গল্পের অড্ডাটা বেশ করে জমায়।।
গল্প করতে আমরা বড্ড ভালোবাসি।

কলেজ ছুটি হলে তাই ঠিক বাড়ি ফিরে আসি।।
বাড়ি আসতে চাইনা মোরা কিন্তু আসা বড় দায়।
বাড়ি চলে আসলে যদি সবাই ভুলে যায়।
সম্পর্কের জালে আমরা যায় জড়িয়ে
কলেজ জীবন শেষ হলে সবাই দেবে মন থেকে সরিয়ে।।
এত কিছু লিখতে গিয়ে পাচ্ছে আমার হাসি
হাসি পাওয়ার কারণ হল এর মধ্যে আমিও তো আছি।।

Bye

স্বপ্ন

সুস্মিতা হাওলাদার (বি.এ. অনার্স, প্রথম বর্ষ)

আমার কলেজ স্বপ্ন দেখে
সবার সেরা হবে।
রটাবে খ্যাতি সকল দিকে
না শুধু বৈভবে।।
আমার কলেজ স্বপ্ন দেখে
জ্ঞানের মশাল জ্বেলে।
অন্ধ তামস ঘুচিয়ে দেবে
নবচেতনা মেলে।।
আমার কন্যাশ্রী স্বপ্ন ছেড়ে
দুনিয়াকে চিনবে।।
আমার কলেজ স্বপ্ন দেখে
সবার আগে চলবে।
পিছিয়ে থাকার নাজরে ভেঙে
সম্মানে গৌরবে।।
আমার কলেজ ভালোই জানে
আপন বেগে চলতে।
আমার কলেজ স্বপ্ন দেখে
কলা থেকে বিজ্ঞানে।।
উৎকর্ষতার খেতাবটাকে
আনবো মোরা জিনে।

আমার কলেজ মাঠে ময়দানে
মহা আলোড়ণ তোলে।
মানবজমিন আবাদ করে
বিপ্লব আনে ফসলে।।
আমার কলেজ শেখায় সবারে
রক্ত দানের পুণ্য।
বিপদের মাঝে মানুষের পাশে
নইলে জীবন শূন্য।।
আমার কলেজ এগিয়ে চলে
তরতরিয়ে সামনে।
হতাশা আর ব্যর্থতাকে
ফেলে পিছন পানে।।
আমার কলেজ শৃঙ্খলা শেখায়
জীবন গড়ার লক্ষ্যে।
বুকে প্রত্যয় আবর্তিত দিন
সুরক্ষিত স্থির কক্ষে।।
আমার কলেজ 'আমার' হবে
বহু ভাবনার ফাঁকে।
সবাই যদি নিজের ভাবে
আমার কলেজটাকে।।

-------o-------

প্রকৃতি

সোমা দাস রায় (প্রথম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ)

ভালোবাসি তোমায় প্রকৃতি,
ভালোবাসি আমরা সবাই।
প্রকৃতি তুমি সবার মাঝে,
ছয়টি রূপের বাহারে সেজে
দাও ধরা মোদের।
আজ তোমার ছয়টি রূপ
দেখিতে না পাই
কোথায় তোমার সেই কিছু রূপ
হারিয়ে গেল হায়!
ক্ষমা করো মোদের তুমি, কারণ তোমার
এই রূপ হারিয়ে যাওয়ার পিছে
আমরা মানব জাতি দায়ী।
আমরা মানব বিবেকহীন চিন্তা নিয়ে
করে যাচ্ছি তোমার চ্ছেদন,
তুলতেছি দালান বাড়ি, করেছি নিজ নিজ সুখের সমাবেশ।
তাইতো, আজকের প্রকৃতি একটু অন্যরকম
প্রকৃতি তোমার ধ্বংসের পথকে
প্রশস্ত করেছি আমরা মানব।
কি করিবো হায়, মোদের বিবেক নাই।
ক্ষমা করো মোদের।

-------o-------

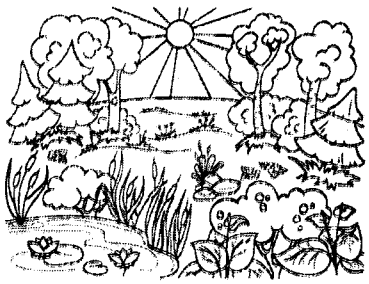

বিদায় বেলা

কেয়া দেবনাথ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আচ্ছা মা,
আমাকে কি সত্যি
যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে।
অন্য দেশের অন্য ঘরে-
সেখানে তো সবই নতুন
এই নতুনের মাঝে পুরাতন আমি
থাকবে কেমনে।
অচ্ছা মা,
আমি কি থাকতে পারি না
তোমার কাছে সারাজীবন।
আমি যে পারি না কিছুই
সবইতো জানোই তুমি।
না পারি গুছিয়ে কথা বলতে
না আছে কোনো গুন।
কে বাসবে আমায় ভালো,
কেউ কি বুঝবে আমাকে
তোমার মতো করে।

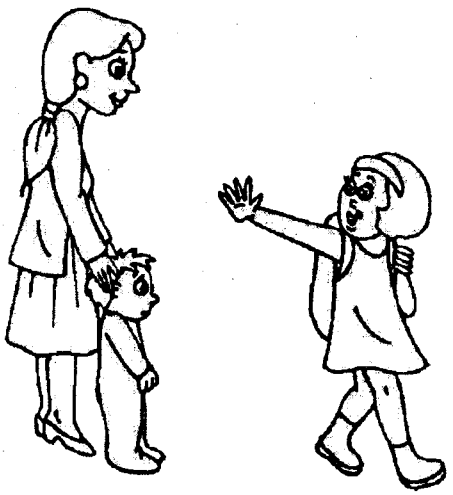

আচ্ছা মা,
মনে আছে, কয়েক বছর আগে
তুমি আমি দুজনে মিলে
লাগিয়ে ছিলাম যে চারাগাছটি
আজ যদি আমি গাছটা তুলে,
পাশের বাগানে লাগাই
তবে কি গাছটা আগের মতোই
হাসবে আকাশের দিকে তাকিয়ে,
তবে আমি কি করে বলো
ছেড়ে যাব সব, থাকব কি করে
কেউ কি বুঝবো আমায়,
তোমার মতো করে সারাজীবন।

-------o-------

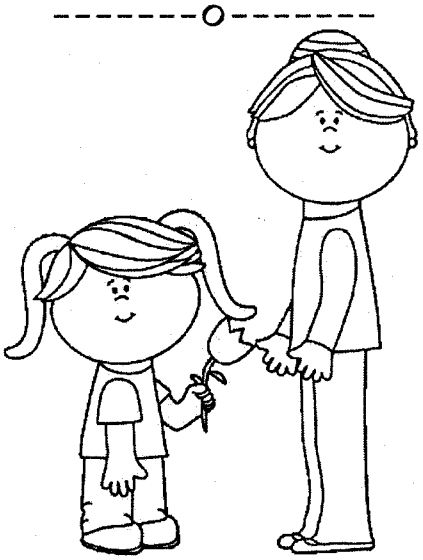

ব্যস্ততা

বাসনা দেবনাথ (ইতিহাস অনার্স)

সবাই আছে ভালো যে যার নিজের মতো
নিজেকে নিয়ে সবার ব্যস্ততার হয় না শেষ
ব্যস্ত তুমি
ব্যস্ত আমি,
ব্যস্ত আমরা সবাই
সময় এসে পার হয়ে যায় অবহেলায়
ব্যস্ত শহর, ব্যাস্ত জীবন
তবু থমকে আছে আমার মন।
ব্যস্ত আমি নিজকে নিয়ে
স্বপ্ন দেখার আশায়।

-------o-------

মা

অনন্যা সরকার (ইতিহাস অনার্স)

মাগো তোমায় একলা ছেড়ে
যতই দূরে যাই,
তুমি ছাড়া আমার যে মা
আপন কেউ নাই।
ছোটোবেলা তোমার কাছে
হাটতে আমি শিখি।
মাগো তোমার জন্য আমি
এই পৃথিবী দেখি।
আমি জন্মেই এই পৃথিবীর,
সম্পূন্য তার মাঝে।
এখন আমি বুঝতে পারি
সবার সেরা মা যে।

-------o-------

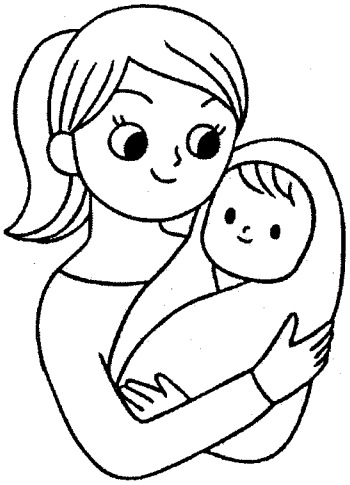

তুমিই সুখী

দিশা সরকার (চতুর্থ সেমিস্টার)

বাঁচতে হলে বাঁচার মতোন বাঁচো,

তুমিও যে জীবনস্রোতেই আছো।

তোমার চেয়েও যারা নিম্নস্তরে.....

হতাশ দুঃখ ও বেদনায় মরে

কোনোরকম বেঁচে আছে

হাসিমুখে দুঃখে সুখে

তুমিও থেকো তাদের পাশে।

নিজেকে উপস্থাপন করো

অধিক উত্তমতর

হতাশ হলে চলবে নাকো

নিজের প্রতি সদা আস্থা রাখো।

দিন দুঃখী ও অনাথ দ্বারা।

জীবনের প্রতি কোনে দিওগো উঁকি....

দেখবে সবার চেয়ে তুমিই সুখী।।

-------o-------

মা বাবা

রিয়া দাস (চতুর্থ সেমিস্টার)

সারক্ষণ বুকের মাঝে তাদের ছায়া চলা ফেরা করে
সারাক্ষণ তাদের মধুময় মুখ
আমার চোঁখে পরে।
আমার মনে বেঁজে ওঠে
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুর।
তাদের গলার স্বর।
তাদের বলা আদেশ উপদেশ
হ্যাঁ আমার মা বাবা।
আমার মা বাবা লেখাপড়া জানে না ভালো
তবুও আমায় শিখিয়েছে
বাংলা ইংরেজী অক্ষর ও বর্ণ
তারাই আমায় পৌঁছে দিয়েছে বিদ্যালয়ে যেতে
কিন্তু তারাই পা দেয়নি বিদ্যালয়ের গেটে
তারা পড়েনি দেশ বিদেশ
কিন্তু তারাই আমায় চিনিয়েছে ভারত দেশ
মা বাবার হয়না কোনো বিকল্প
তারাই হল সেরা।

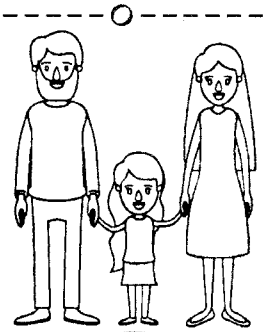

অলসতা

জামিরুল মীর (চতুর্থ সেমিস্টার)

বসে বসে ভাবি আমি
লিখবো যে একটি কবিতা
অলসতায় গ্রাস করেছে
লিখবো কেমন কবিতা
দিনের পর দিন কেটে যায়, রাতের পর রাত
তবুও ভাবি লিখবো, আজ নয় কাল
তখন আমি লিখি না কলম দিয়ে খাতায়
মোবাইল ফোনে ফটো নিয়ে,
রাখি ফোনের গ্যালারিটায়।
হব ভাবি পরিশ্রমী.....
কিন্তু, জাপটে ধরে অলসতা,
দেয় না হতে আমায়।
অলসতার কবলে পরছে আজ-
যুব সমাজ, আমি নয় শুধু একা
মহৎ ব্যক্তির বাণী বলে-
অলসতাকে জয় করলে, জীবন হয় সরল।

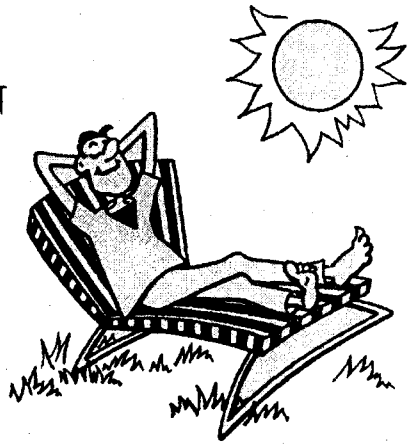

-------o-------

হাসিখুশি

সৌরভ ঘোষ

হাসি আর খুশি
দুই জান ভাই,
তারা বলে আমরা মানবের,
মনেতে জায়গা পাই।
মানুষ যখন থাকে সুখে
হাসি তখন আসে মুখে,
হাসলে খুশি এমনই আসে;
মানবেরা তো আনন্দে ভাসে।
হাসি এক ভালো ঔষধ,
সেরে যায় মনের অসুখ!
হাসলে মানুষ হয় যে খুশি,
বয়স হোক যতই বেশী।
হাসতে কারও নাইকো মানা
হাসিখুশি জীবনে করে আনা-গোনা,
হিন্দু-মুসলিম সবাই হাসে,
নাইকো জাতিভেদ;
গোরা-কৃষ্ণ সবাই হাসে,
নাইকো বর্ণভেদ।
থুরথুরে বুড়ি সেও হাসে!
হাসির কথা শুনলে,
ডেপো ছেলেটি সেও হাসে

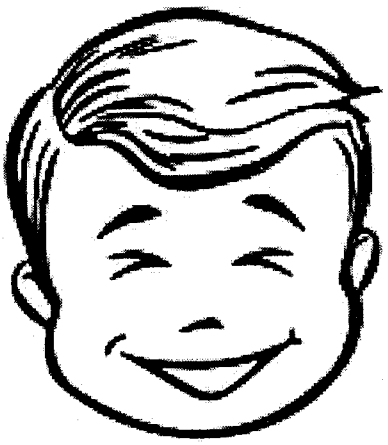

কানটা ধরে মুললে।

হাসতে হাসতে সকলে

হয়ে সে কুপোকাত

হাসিখুশি দিনে কারও মনে,

না আসুক কোনো আঘাত।

-------o-------

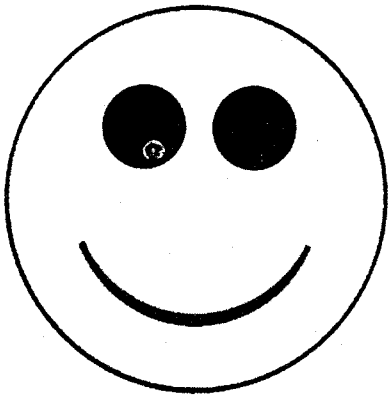

ভালোবাসি

রিয়া বাগ (চতুর্থ সেমিস্টার)

ভালোবাসি বড্ড ভালোবাসি
তুমি যখন লাল আভা নিয়ে জেগে ওঠো
সমুদ্রের বুক চিরে.....
আমার উদাসী মন তা দেখে বলে ওঠে,
আহা কী অপরূপ দৃশ্যরে !
তুমি যখন মুছে সমস্ত আঁধারের কালো,
সূচনাকর এক নতুন দিনের
নিয়ে ভোরের আলো।

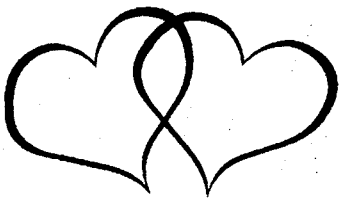

জেগে ওঠো নিয়ে নতুন আশা, আর এক মৃদু নরম হাসি
ভালোবাসি আমি সেই তুমিকে বড্ড ভালোবাসি
তুমি যখন প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো আমার দিকে
মনে হয় দুনিয়ার সর্বত্র তোমার কাছে বড়ই ফিঁকে।
ভালোবাসি বড্ড ভালোবাসি।
দিন শেষে যখন তুমি ক্লান্তিতে চলে পড়ো প্রকৃতির কোলে,
মনে হয় তোমাকে দেখি আর অনুভব করি প্রাণ খুলে।
যখন তুমি চলে যাও নতুন এক দিনের খোঁজে
আমার এ মন ব্যকুল হয়ে রয়ে যায় তোমারই মাঝে।
তারপর আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি
ভালোবাসি আমি তবুও তোমাকেই ভালোবাসি।

-------o-------

ছেলেবেলা

সন্দীপন গুহ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

প্রখর সূর্যের তাপ যখন হয়েছে বিলীন
মাঠের দিকে ধাবমান ছেলেরদল যেন আজ স্বাধীন।
কারই বা সাধ্য আজ তাদের মুক্ত হতে আটকায়
মোর মনের কোণে ছেলেবেলাকে তারা যেন জাগায়।

ছুটছে শ্যামল, ছুটছে রহিম আর ছুটছে বিমল
তাদের আনন্দে মাঠ হয়ে উঠেছে খুশিতে ঝল্-মল্।
মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে সকল বন্ধন ছেড়ে
খেলবে তারা হাস্যরসে, পড়বে মাটিতে লুটিয়ে।

পশ্চিম কোণে সূর্য যখন প্রায় অস্তমিত
বাধ্য হয়েই করতে হয় তাদের খেলা প্রশমিত।
কথা দেয় তারা আবার আসবে-হবে মিলিত
বাঁধন ছেড়ে খেলবে তারা ছুটবে দিক-দিগন্ত।

দেখতে দেখতে বছর ঘোরে, পার হয়ে যায় দিন
ছেলেরদল আজ অনেক বড়ো, মস্ত কাজে পরাধীন।
মাঠটি আজও আছে বিকালের সেই অপেক্ষাতে
তার চারদিকে ভরে উঠেছে নতুন নতুন কুঁড়িতে।

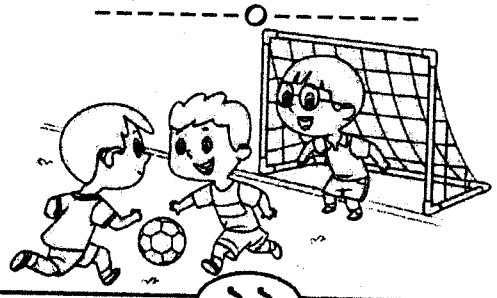

অস্তিত্ব

দেবজ্যোতি দেবনাথ (চতুর্থ সেমিস্টার)

সময়টা রাত ২টো, হঠাৎই আমার ঠাকুরদার শরীর কেমন যেন খারাপ হতে লাগলো। শ্বাসকষ্ট এতটাই বেড়ে গেল যে বাড়ির বড়োরা সিদ্ধান্ত নিলো হসপিটালে ভর্তি করার। আমাদের নিজস্ব বড়ো গাড়ি নেই, সেই রাতেই এক মারতি গাড়ি আসল। (বাড়ি প্রয়োজনে সবসম রামা কাকা-র এই গাড়ি ভাড়া করা হয়) বড় জ্যেঠু, ছোটো কাকু ঠাকুরদাকে ধরে গাড়িতে বসালেন। (দাদু আমায় ভালোবেসে ননী বলে ডাকতেন) ঠাকুরদা বললেন ননী তুই চল আমার সাথে, আমার পাশে বস্। আমার মার অমত সত্ত্বেও চেপে বসলাম। আমাদের বাড়ি থেকে হসপিটাল প্রায় ৭ কিলোমিটার, ২ঃ৪৩ নাগাদ ঠাকুরদাকে ভর্তি করা হল। দেখলাম ঠাকুরদা জ্ঞান হারিয়ে, অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। বড় জ্যেঠু রামকাকাকে বললো ননীকে সঙ্গে নিয়ে তুমি ফিরে যাও। গাড়িতে উঠবো সেই সময় রাম কাকু বললো তুই এইখানে দাঁড়া, তোদের এই ব্যাগটা গাড়িতেই রয়ে গেছে আমি ভিতরে গিয়ে দিয়ে আসি। আমি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, সারা শরীর যেন হিম হয়ে আসলো.... এমনিতেই কনকনে ঠান্ডা, তার উপর জনমানবহীন এই স্থান। তারপর কিছু মিনিট পর রামকাকু বলল ননী উঠে বস তাড়াতাড়ি। আমি চমকে গেলাম, কারণ কুয়াশায় কাকুকে দেখতেই পাইনি। কাকু বললো আজ একটা সর্ট কার্ট রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব বুঝলি! বলে উঠলাম আমি আচ্ছা। (রাস্তা টা খুবই নির্জন, আর এটাই স্বাভাবিক। এমনিই শীতের রাত) মিনিট দশেক পর কাকু গাড়ি থামিয়ে বাইরে গেল (বুঝলাম কাকু নিশ্চয়ই ধূমপান করতে গাড়ি থামালো, খুবই বিরক্ত বোধ হল আমার। ধূর মা-র কথা শুনে না আসলেই ভালো হতো) মিনিট পাঁচেক পর কাকু বললো কিরে ঘুমিয়ে গেলি নাকি? রেগে গিয়ে বললাম কাকু তুমি বাড়ি চলো, আমার ভালো লাগছে না। কাকু গাড়ি স্টার্ট দিতেই যখন সামনেই হেড লাইট জ্বলে উঠল দেখলাম একজন মহিলা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে যেন অপেক্ষা করছে। আমি বললাম এতক্ষণ তো মহিলা টাকে খেয়াল করিনি, কাকু বললো আরে এসব বাদ দে তুই। হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে। কাকু জিজ্ঞাসা করতেই বললেন আমি বাড়ি যাব, কাকু বললেন এখানে আপনার বাড়ি? মহিলাটা গাড়ি তে চেপে বসেন। আমি কাকুকে

বলি তুমি আগে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো, তারপর যেখানে যাওয়ার যাও। ওই মহিলাটি বলে বাবু আমি বিপদে পড়েছি, একটু বোঝো আমার সমস্যাটা!!! অচ্ছা কাকু তাড়াতাড়ি চলুন। কাকু বলে আপনার বাড়িটা কোথায় বললেন না তো.... এই তো ডানদিকে এ গিয়ে মিনিট দশেক।(আমি আরো বিরক্ত হলাম কারণ আমরা বামদিকে যাচ্ছিলাম) কাকু বলে ওঠে দিদি আর কতদূর; উনি বলেন ওই যে ল্যাম্প পোস্টটা দেখা যাচ্ছে। (আমার চোখে ল্যাম্প পোস্টাটায় দিকে গেল, বড়ো বড়ো অক্ষরে একটা বোর্ড-এ লেখা আছে Accident Zone) আমি সেটা বলতে পিছন ফিরতে-ই অবাক হলাম। দেখলাম দুটো দড়জাই খোলা গাড়ির, কিন্তু এই চলন্ত গাড়ি থেকে.... বলে উঠলাম কাকু দাঁড়াও মহিলাটা নেই গাড়িতে। কাকু চলন্ত অবস্থাতেই গাড়ির পিছন দিকে তাকাল, আর গাড়িটা ল্যাম্প পোষ্টের পাশের কোনো এক গাছে ধাক্কা খেল। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। যখন আমার জ্ঞান ফিরল দেখি আমি কোন এক হসপিটালে, তারপর বুঝলাম এই হসপিটালেই তো আমি রাতে ঠাকুরদাকে নিয়ে এসেছিলাম। দেখলাম বড়ো জ্যেঠু একটা অ্যাম্বুলেন্সে উঠে গেল, বুকের ভেতরটা শুকিয়ে এল তবে কি দাদু আর নেই!!! উপর তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে দেখলাম অ্যাম্বুলেন্সটা আর নেই। চোখে পড়ল তখন দুপুর ১ঃ২০ বাজে, আমি দৌঁড়াতে লাগলাম কিছু মাথায় আসছে না। এতো জোড়ে দৌড়ে যেন বুকের ভিতর শক্ত হতে লাগল। থেমে গেলাম, দেখলাম আর তো বেশি দূর না আমার বাড়ি। আবার দৌঁড়াতে লাগলাম, হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভাবছি আমার বাড়িতে ভীড় কেন? তবে কি ঠাকুরদা..... দেখতে পেলাম মা যেন পাগলের মতো করএছ। আমি এবার অবাক হলাম যে ঠাকুরদা আমার সামনেই একটু দূরে চেয়ারে বসে যেন কান্নঅয় ভেঙে পড়েচে। আমি খানিকটা শান্তি পেলাম, ঠাকুরদাকে দেখে। কিন্তু তখন মনে পড়ল তবে এই নীথর দেহটা...কার? সাদা কাপড়টা সরে গেল শবদেহ থেকে, আমি মাটিতে পরে গেলাম। অবিকল আমার মতো দেখতে মা-কে বলতে লাগলাম মা আমি আছি! মা....মা.... আমি না ওটা। আমার চিৎকার যেন কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তবে কি আমি আর বেঁচে নেই!!!

---------o---------

হালিশহরের 'চৈতন্যডোবা'

-ইতিহাস এবং লোকসংস্কৃতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ

অনুপম দাস (সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ পূর্বস্থলী কলেজ)

বাচনিক লোক সাহিত্যের অন্যতম রূপ হলো লোককথা। এটি হলো এক ধরনের কাল্পনিক গল্পকথা এবং এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী লৌকিক সাহিত্য, যার সাহায্যে প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক কোন ঘটনার ব্যাখ্যা বা উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়। এই কাহিনীগুলি কোন অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণে সৃষ্টি হয় পরিশেষে এই কাহিনীগুলিই ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার সাথে যুক্ত হয়ে জনশ্রুতি তৈরি করে এবং তাকে কেন্দ্র করেই এক নতুন লোকসংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অনেক ঘটনা নিয়ে এইরকম লোকশ্রুতি বা সেই পরিপ্রেক্ষিতে অসংখ্য লোকসংস্কৃতির উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা স্তরের ঘটনায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী যে কিংবদন্তির আরোপ করেছেন তা অধিকাংশই লোকমানসে পরিব্যপ্তহয়ে পড়েছিল, সেই রকমই একটি পরিব্যপ্ত ঘটনার জ্বলন্ত উদাহরণ হল হালিশহরের চৈতন্যডোবা সৃষ্টির ঘটনা।

মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে আছে-" বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী/ যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।" একাদশ শতকের কুমারহট্ট থেকে একবিংশ শতকের হালিশহর দীর্ঘ পথ চলার সাক্ষী শহরের গা ছুয়ে যাওয়া প্রবাহমান গঙ্গা। এই হালিশহর বা কুমারহট্ট হলো শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরই পুরীর জন্মভিটে। স্মরণীয় যে শ্রীচৈতন্যদেব পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রথম স্ত্রী লক্ষমীপ্রিয়া দেবীর পিণ্ডদান করতে গয়ায় যান। গয়ায় ফল্গুতীর্থে পিতৃতর্পণ, গ্রিত শিলায় পত্নীর পিণ্ডদান ছাড়াও বিভিন্ন তীর্থাদি দর্শন করেন এইখানে ঈশ্বরী পুরীর সাথে শ্রীচৈতন্যের দেখা হয় এবং

তার কাছ থেকে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নেন।

১৫১৩ সালে পুরীধাম থেকে যখন শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাবেন বলে রওনা হন তখন বঙ্গদেশের মধ্যে দিয়ে গঙ্গাবক্ষে যাবার সময় পথে পড়তো কুমারহট্ট। সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে এখানে অনেক বড় বড় বাড়ি বা হাভেলি তৈরি হয় তাই বলা হত হাভেলি নগর। সেই হাভেলি নগরেরই অপভ্রংশ হল হালিশহর।

এ পর্যন্ত সব তথ্য ইতিহাস সম্মত। মিথের আবির্ভাব এর পরবর্তী অংশে। কথিত আছে কুমারহট্ট নাম শুনেই মহাপ্রভু অস্থির হয়ে পড়েছিলেন গুরুদেবের ভিটে দর্শন করে প্রণাম করবেন বলে তার মনে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। তবে সেই সময় ঈশ্বরীপুরী জীবিত নেই। মহাপ্রভু তার ভিটের গিয়ে গুরুর কথা স্মরণ করে বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং বুক ফাটা আর্তনাদ করেন শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি খন্ডে সপ্তদশ অধ্যায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে-

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে।।
আপনি ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন শ্রী ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান।।
প্রভু বলেন এই কুমারহট্টরে নমস্কার।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে।।
সে স্থানের মৃত্তিকা আসলে প্রভু তুলি ।
লইলেন বহির বাসে বাঁধি এক ঝুলি ।।
প্রভু বলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এই মৃত্তিকা আমার জীবন ধন-প্রাণ ।।

কথিত আছে এইভাবে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর জন্মভিট এর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন জিতেছোয়ালেন সেই পুণ্যভূমির মাটি তারপর নিজের উত্তরীয়র মধ্যে

একভাল মাটি বেঁধে নিলেন। তা দিয়ে পরবর্তীতে তিনি রোজ দেহে তিলক আঁকতেন আর এক কনা করে মাটি প্রতিদিন মুখে দিতেন।

এদিকে মহাপ্রভুকে একবার চোখের দেখা দেখতে সেই সময় অগণিত ভক্তকুলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, মহাপ্রভুর মহা কান্না, বিলাপ আতি দেখে উপস্থিত ভক্তজনেরা জানলেন গুরুভক্তি কতখানি প্রগাঢ় হতে পারে, শিখলেন কিভাবে গুরুকে ভালবাসতে হয়, ভক্তি করতে হয়। শিষ্যরা অনুভব করলেন এই স্থানের তো তবে অনেক মহিমা তারাও মহাপ্রভুকে অনুসরণ অনুকরণ করে মৃত্তিকা নিতে থাকলেন। অসংখ্য মানুষের খননের ফলে গভীর গর্ত হয়ে অচিরেই সেখানে জল তল দেখা দিল পরবর্তীতে সে গর্ভ গভীর হতে হতে ছোট ডোবার রূপ নিল। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রী হস্তে খতিত হয়েছিল বলে নাম হল শ্রীচৈতন্য ডোবা মহাপ্রভুর প্রগাঢ় গুরুভক্তির নিদর্শন।

বর্তমানে ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটা পুরোটা জুড়েই ডোবার অবস্থান আর এই ঐতিহাসিক ডোবার পাশে শ্রী শ্রী রাধা বিনোদজিউ এর মন্দির নির্মিত হয় ২০০৩-২০০৫ সালে কিশোরী দাস বাবাজির একান্ত উদ্যোগে শ্রী চৈতন্য ডোবার সংস্কার চারদিক ঘাট বাঁধানো, তোরণ নির্মাণ ইত্যাদি সাধিত হয়। ২০০৮ সালে হালিশহর পৌরসভার উদ্যোগে হেরিটেজ অর্থ সাহায্যে মন্দিরের নব সংস্কার হয় এবং ২০১৪ সালে যে সমস্ত দর্শনার্থীরা আসেন তাদের রাত্রিবাসের জন্য আশ্রমের দ্বিতীয় তল নির্মিত হয়। বছরে দুবার এখানে মহা উৎসব পালিত হয় প্রথমটি হয় ধনতেরাসের দিন এবং দ্বিতীয়টি হয় দোলের সময়। দোলের সময় উৎসবটি বড় আকারের হয়ে থাকে প্রায় সপ্তাহব্যাপী এই সময়ে নাম কীর্তন হয়।

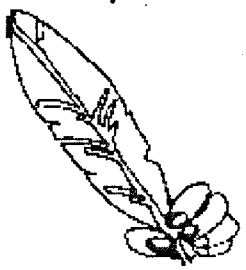

পরিনতি

সুলেখা চক্রবর্তী (শিক্ষাকর্মী)

চাকরিটা সবে মাত্র পেয়েছিল বাবু, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আনন্দে, খুশিতে আত্মহারা হয়ে মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরলো সেদিন। মিষ্টির প্যাকেট-টা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো - মা আজ থেকে কিন্তু তোমায় রোজ তিন বেলা করে ভাত খেতে হবে; আর এই ছেঁড়া শাড়ি কিন্তু তুমি আর পরবে না। টুম্পার মা কে বলে দিও কাল থেকে যেন আধ সেড় করে বারতি দুধ দিয়ে যায়। বাবার জন্য একটা নতুন ধুতি এনেছি, বাবা রোজ একটাই পুরনো ধুতি পড়েই বাজারে যায়, আমার দেখে বড়ো কষ্ট হয়। আমি বল-লাম ওসব পরে হবেক্ষণ, শোননা বাছা তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি, এবার বিয়েটা করে নে বাবু। বাবু বললো বেশ তাই হোক। বিয়েটা আমার পছন্দ মতোই হলো। আমাদের দুই কামড়ার ঘর, সেদিন বাড়ি ফিরে বাবু বললো মা, তোমার বউমা বলছে একটা নতুন টিভি কেনার জন্য, কিন্তু আমাদের তো একটা টিভি আছেই তোমার চোখের নজর তো আগের মতো নেই, তাই ভাবছি তোমার ঘরের টিভিটা আমাদের ঘরে নিয়ে যাবো। বাবু টিভিটা নিয়ে গেলো। টুম্পার মা আধ সেড় করে বাড়তি দুধ দিত ঠিকই, কিন্তু আমার নজর কমতে থাকার কারণে, আমার খাওয়ার পাত্রে দুধের পরিমাণ কমতে থাকলো। বৈশাখের শুরুতে আমাদের ঘর আলো করে একলা এক ফুটফুটে খোকা। ওর বাবার শরীরটা একে বারে ভেঙে গেছে, ডাক্তার বলেছে কিছু টেস্ট করাতে হবে, বাবুর কথায় ওসব বেকার খরচ, সময় মতো নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে যাবে। যে কটা ঔষধ প্রয়োজন সেই কা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাবু বললো - মা, বাবার তো অনেক বয়স হয়েছে, ঘর থেকে বাথরুমে এতটা যেতে আনেক কষ্ট হয়, তাই ভাবছি বারান্দায় সিঁড়ির নীচে তোমাদের চৌকিটা

পেতে দেবো আর তা ছাড়া খোকা বড়ো হচ্ছে ওরও পড়াশোনার একটা নিজস্ব ঘর চাই। শ্রাবণের শেষে মানুষটা আমায় ছেড়ে চলে গেলো, আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। চৈত্রের শুরুতে আমার একার অন্ধকারময় বারান্দার চৌকির ওপর বসে বাবু বললো - মা, তোমার অনেক কষ্ট হয় তাই না, বাবা চলে যাওয়ার পর তুমি একা হয়ে গেছো, আমিও তোমায় সময় দিতে পারিনা, এখানে এতো অন্ধকার কেনো! লাইটটা জ্বলছে না, ওহ... আমি ভুলে গেছি লাইটটা কেটে গেছে, রোজই ভাবি লাইটটা কিনে আনবো, ভুলেই যাই। মা, তোমার একাকীত্ব দূর করার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে একটা ঘর ঠিক করে এসেছি। কালই তোমায় নিতে আসবে ওরা। অন্ধকারে আমার চাপা আত্মনাদ বাবুকে সেদিন স্পর্শ করতে পারিনি। পরের দিন বৃদ্ধাশ্রমের সেই ঘরে, আমার হাত ধরে বাবু শেষ বারের মতো বলে গেলো - মা, তোমার চোখের জলের এই মূল্য আমি জন্ম জন্মান্তরেও দিতে পারবোনা।

----------o----------

ঝড়

প্রতিমা বিশ্বাস (পিকু) (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আমি ঘরে একটাই আছি, বাইরে বৃষ্টি আর ঝড় যেনো প্রকৃতির হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোর শব্দ শরীরটা শিহরিত হয়ে উঠেছিল। বিছানায় আমার ছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে আছি। ঘরের ক্যালেন্ডার টি ঝড়ের বাতাসে খুলে নিচে পড়ে গেল মেঝেতে, উঠে সেটাকে আবার ঝুলিয়ে রাখতে আর ইচ্ছে করলো না। ঘরের

ভিতরে একটি জোনাকি বারবার এদিক ওদিক করে কি যেন খুঁজছে। প্যানপ্যানি মশা গুলো বারবার বেঁচে আছি বোঝানোর জন্য শুর ভুকিয়ে রক্ত খাচ্ছে, উপরের ঝুলন্ত পাখাটা বাতাসে এমন ভাবে দুলছে যেনো সে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পুরো ধরটা অন্ধকার, শুধু ঘরের পশ্চিম কোনের কলঙ্গে একটা মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলছে। ওটাও প্রায় শেষ হতে

চলেছে তবে মাঝে মাধে বাতাসের তালে তালে একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

জোনাকির স্বল্প মৃদু আবছা আলো ছাড়া আর কিছু আমার চোখে পড়ছে না। তবে জানিনা কি তার উদ্দেশ্য, নাকি শুধু করুনা মাত্র, যে সে আমার ঘরে এসেছে। এমনিতেই ঘর অন্ধকার, কিছুটা দেখতে পাচ্ছিলাম না তার উপর ঠান্ডা লাগছিলো, তাই কাঁথাটা পাতলা থেকে টেনে দিলাম ছেলেটার গায়ে। তখনো জোনাকিটা আমাকে আলো দেখানোর বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে বাইরের ঝড় আমার ঘরের জানালা দিয়ে এসে তাকে সাজানো বহু পূরাতন সিঁদুরের, কৌটো আয়না, চিরুনিগুলো মাটিতে ফেলে দিল। ঘরের জলন্ত বাতিটাও প্রায় শেষ হচে চলেছে কিন্তু মাঝে মাঝে বাতাসের তালে তালে একবার এদিক একবার ওদিক হয়ে তারপর কোনো

এক সময় দপ দপ করে নিভে গেলো।

খানিকক্ষণ পর তক্তপোষের ডানদিকে টিনের বাক্সটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠলো, আমি খানিকটা ভয় ও কৌতুহল হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। হয়তো কিছু একটা আছে, কিন্তু কি? ঠিক বুঝতে না পারলেও চি! চি! শব্দ শুনে আন্দাজ করতে পারলাম ইঁদুর, ছুঁচো হবে বোধহয়। জানিনা কি এমন খেতে এসছে এই হতভাগিনীর ঘরে।

রাত যে কত হবে আন্দজ করতে পারছিলাম না। চোখে ঘুমটাও যেনো ছুটি নিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও দুই চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শরীরটাও যেনো অসুস্থ বোধ হতে লাগলো। হঠাৎ একটা শব্দ, বুকটা ধরাস্ করে উঠলো, মনে হল কেউ এসেছে দরজায়। ছেলের পাশে থেকে হুরমুড়িয়ে উঠে দেখতে গেলাম, আঁচল টা মাটিতে তাই আঁচলটা তুলে মাথায় দিয়ে দরজাটা কোনো রকমে খুলে দিলাম। বাইরের বিদুৎ চমকাচ্ছে সেই আলোতে দেখতে পেলাম, শান্ত একটা ৬ ফুটের লম্বা মানুষ ভেজা ভাপসা গন্ধ আসছে তার শরীর থেকে। তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে একটু সরে গেলো। তারপর কি যেনো হলো, মনের কোনো এক চোরা কুঠুরি থেকে কে যেন বলে উঠলো খুব চেনা মানুষ! আবার পুনরায় ঘরে গেলাম মোমবাতিটা নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু সেটাও শেষ হয়ে গেছে। তাই নতুন এক অর্ধেক বাতি জ্বালার জন্য দেশলাই খুঁজলাম অন্ধকার আর তাড়াতাড়ির মধ্যে দেশলাই টাও যেনো লুকোচুরি খেলছে। অনেক হাতড়ানোর পর একটা দেশলাই পেলাম তারও আবার একটাই মাত্র কাঠি তাই দিয়ে কোনো রকম বাতি টা জ্বালিয়ে নিয়ে গেলাম দরজার সামনে।

মুখোকৃতি না দেখেই জিজ্ঞাসা করলাম - কাকে চাই? মোমবাতিটা উঁচু করে তার মুখ দেখার চেষ্টা কোরলাম মুখটি অবছা দেখার পর আমি কো অবাক হয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার কিছুক্ষণ পর শান্ত গলায় তাকে বোললাম, ও তুমি এসেছো। "এত দিন কোথায় ছিলে"।

এসে ঘরে। অভিমানের ভঙ্গিতে বললাম, এতদিন আমার কথা মনে পড়েনি বুঝি। অনেক অভিমান আর অভিযোগ ৪ বছর থেকে বুকে আগলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আসলে একরাশ অভিমান আর হাজার অভিযোগ তোমার দিকে ছুঁড়ে দেব।

আমার এতো কথাতেও সে কোনো উত্তর দিলো না, চুপ করে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। আবছা আলোতে তার মুখটা যেনো কোনো হেরে যাওয়া যোদ্ধার মতো দেখাচ্ছে, দেখে বড়ই মায়া হলো, তাই বেশি কিছু আর কথা বললাম না।

এক মুখ হেঁসে বোললাম, অচ্ছা বেশ, সব অভিমান আমার শেষ। এসো হাত মুখ ধুয়ে নাও, ঘরে ঢুকতেই মোমবাতির আলোতে তার মুখ দেখতে পেলাম ভালো করে। সুন্দর সুদিপ্ত তার দুটি চোখ, যেনো মনের গভির থেকে আমাকে কিছু বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। বয়স তো বেশি না তাই ফর্সা রংটা অল্প আলোতে ধপ ধপ করছে। সামনের দুলন্ত চেয়ারটাই বসে পড়লো সে। অসহায়ের মত তাকে জিজ্ঞেসা করলাম, তোমাকে অনেক কথা বলার আছে যা জমিয়ে রাখা আছে তুমি কি কথাগুলো শুনবে?

জানো তো এখন আর আমি তোমার পছন্দের সেই লাল বেনারসি পরি না, একটা সাদা কাপর গায়ে তুলে দিয়েছে সকলে। গ্রামে সবাই আমার সাথে কথা বলতেও ভয় পাই। বলে আমার মুখ দেখাও পাপ। তোমার বাড়ির লোকজন ও আমাকে অপয়া অলক্ষ্মী বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। অসহায় হয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম কাঁদতে কাঁদতে, হয়তো তুমি থাকলে এটা কখনো হতো না। এতকিছু বলার পর একসময় আ চুপ হয়ে গেলাম। পুরুষ মানুষ, এমনিতেই একটু রাগ চড়া হয়, হয়তো এখুনি হন্তদন্ত হয়ে চলে যাবে। পাঁচ কথা শোনানোর পর আর কথা বাড়ালাম না। এত দিন পর সে আমার ঘরে এলো আবার এখুনি রাগ মাথায় উঠলে কি যে করবে তার ঠিক নেই। এতদিন পর সে এলো ঘরে, কি খেতে দেবো, আছেই বা কি! লজ্জিত হয়ে খাওয়ার কথাটা এড়িয়ে গেলাম। মেয়ে মানুষের স্বভাব কিনা, তাই আবার হাজার রকমের কথা নিয়ে নিজেই বকবক করতে শুরু করলাম। সে দুলন্ত চেয়ারে দুলতে দুলতে মনদিয়ে শুনতে লাগলো, কিন্তু আধও শুনছে কিনা বুঝে উঠতে পারলাম না।

ওই দেখো আমাদের নবী বড়ো হয়ে গেছে ৬ বছর বয়স, এই তো এবার স্কুলে দিলাম, পড়াশোনায় বেশ ভালো। ভাবছি ওকে অনেক অনেক বড় মানুষ করে তুলবো। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। পাসের বাড়ির সমেশ্বর বাবুর ছেলেটি ডক্টর হয়েছে। আরে তাকে ছোটো বেলায় আমাদের বাড়ি রেখে যেত।

ঐ যে আমার বান্ধবীটা রাণী, এসেছিল কয়েক দিন আগে আমাদের বাড়িতে, কত গল্প করেছি দুজনে। ওর মেয়েটা আমাদের নবীনের জুড়ি হবে বোধহয়! মেয়েটা আমাদের নবীর জন্মদিনেও এসেছিল তুমি থাকতে মনে পড়ে তোমার? জানো মাঝে মাঝে নবী আমাকে বলে মা এবারে বাবা ফিরলে আবার আমার জন্মদিন হবে তাই না? ওর এই পরেশ্নের উত্তরে আমি চুপ হয়ে যায় নেহাত বাচ্চা কিনা বোঝেনা। অনেক কথা বলে ফেললাম বলতে বলতে কখন যে দুই চোখের পাতা এক হয়ে গেছে বুঝতেও পারিনি। তারপরে হঠাৎ বাজ পড়ারর শব্দে প্রায় অচেতন মানুষের মতো চমকে উঠলাম। বাড়িতে ঘড়ি

নেই তাই ঠিক বলতে পারলাম না কিন্তু বোধকরি ২ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। দেখলাম ঘরের মেঝেতে আমি বসে, চোখ ছলছল করছে।ছেলেটি ঘুমিয়ে অনেক্ষণ হলো। সামনে দুলন্ত চেয়ারটা তখনো বাতাসে দুলছে। মনের প্রশ্ন সে কি এসেছিল আবার ফিরে? বাতি টা নিয়ে এসে চারিদিকে খুঁজে দেখলাম না কেউ নেই, তবুও একটু গা ছমছম করলো। তখনো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জানালার কপাট গুলো দরাম দরাম শব্দে খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে। দরজাটাও যে কখন খুলে গেছে, তাই বাইরের বৃষ্টির ছাঁট আর ঝড়ের কারণে কিছু শুকনো পাতায় ভরে গেছে মেঝে। থমথমে পায়ে অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে জানালার কপাট গুলো বন্ধ করলাম। দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে নীরবে আবার ছেলেটার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তার পর আরো এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে ঘুম আসেনি। এদিকে ঝড় অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাজ পড়ছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেই জোনাকিটা আমাকে আলো দেখানোর বৃথা চেষ্টা ছেড়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। সেই মশাটাও যেনো বড়ো কোনো সন্ধানে বেড়িয়ে গেছে সময় বুঝে। নেশাগ্রস্থ উপরের পাখাটার ও যেনো নেশা কাটিয়ে গভীর ভাবে নিদ্রার মধ্যে প্রবেশ করেছে। ছুঁচোটারও আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না।

আবার একটা বিদ্যুৎ যেনো আমার ঘরের সামনে পড়লো। ছেলেটাও চমকে গিয়ে একটু কেঁদে উঠলো। তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। কপালে চুম্বন করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। সারারাত এপাশ ওপাশ কোরলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। শুধু চোখ বন্ধ করে মনে একটাই প্রশ্ন সে কি সত্যি এসেছিল? এই প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে চোখটাকে আর একবার আবছা খুলতেই হলো আমাকে, দেখলাম ঘর অন্ধকার শুধু সেই নিভে যাওয়া নিঃশেষিত বাতির অবশিষ্ট থেকে শির শির করে ক্ষীণ ধোঁয়া বেরিয়ে কোথায় যেন মিশে যাচ্ছে।

----------o----------

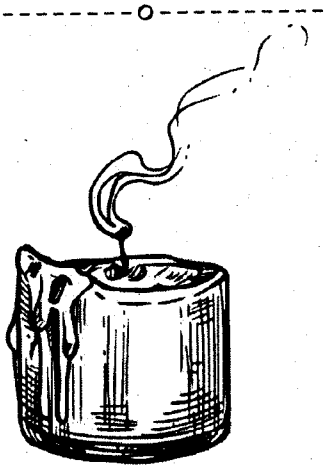

—ঃ পূর্বস্থলী কলেজ ছাত্রছাত্রী সংসদের সাফল্য ঃ—

- পূর্বস্থলী কলেজে আমাদের আন্দেলনের মধ্যে দিয়ে বাংলা, ইতিহাস, সংস্কৃত, দর্শন, শিক্ষা বিদ্যা প্রভৃতি অনার্সগুলি চালু হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে অনার্স ৩০% ও পাশ কোর্সের ৩৬% আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে লাইব্রেরী রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরী থেকে পড়াশোনার জন্য বই সংগ্রহ করতে পারছে।
- আমাদের আন্দেলনের ফলে এই বছর ১৫০০ টি নতুন বই ক্রয় করা হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে আর্সেনিক মুক্ত ফিল্টার কলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আমাদের আন্দেলনের ফলে ক্লাস রুমে সাউণ্ড সেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আমাদের আন্দেলনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলোর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে N.C.C ইউনিট শুরু হয়েছে।
- আমাদের আন্দেলনের ফলে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক কমন রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে কলেজে ৮ জন নতুন পার্ট টাইম শিক্ষক নিয়োগ কর হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে নতুন কলেজ বাউণ্ডারি ও কিছু ক্লাস রুম তৈরী হতে চলেছে।
- আমাদের আন্দেলনের ফলে পাকা কলেজ রোড হতে চলেছে।
- আমাদের আন্দেলনের সাফল্যে অটো ও বাস স্টপিজ চালু হয়েছে।
- সর্বপরিআমাদের বৃহৎ আন্দেলন, প্রচেষ্ঠ ও ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কলেজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে কলেজ চিহ্নিত করার জন্য সাইন বোর্ড ওর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে কলেযে নতুন ৫ জন ফুলটাইমার অধ্যাপক নিয়োগ হয়েছে।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে ৮বছর ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে সফল হয়েছি।
- আমাদের প্রচেষ্টার ফলে N.S.S Unit শুরু হয়েছে।

মুদ্রণে ঃঃ আর.ডি. প্রিন্টিং ঃঃ পারুলিয়া (স্কুলরোড), পূর্ব বর্ধমান ঃঃ ৯০০২৮৩৫২১০

পূর্বস্থলী কলেজ ছাত্রছাত্রী সংসদ — ২০২৩

কন্যাশ্রী প্রকল্প

শিক্ষার অগ্রগতিকে ও ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী ও যুবশ্রী পরিকল্পনাকে পূর্বস্থলী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের পক্ষ থেকে নত মস্তকে জানাই স্বাগত ও অভিনন্দন।